ইউনিট ৫

সমাজ জীবনে ইসলাম

ভূমিকা

মানুষ জন্মগতভাবে সামাজিক জীব। বিচ্ছিন্নতা মানবজীবনের কল্পনা করা যায় না। সমাজ ছাড়া মানুষ কখনো চলতে পারে না। ইসলাম একটি সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল সামাজিক ও সামষ্টিক ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছে। এ সামাজিক ও সামষ্টিক ব্যবস্থা ইসলামী জীবন সমাজ দর্শনের নির্দেশনা এবং ঐক্য, সংহতি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য, সাহায্য, সহযোগিতা ও পরামর্শের ওপর স্থাপিত। ইসলামী সমাজ অত্যন্ত সুদৃঢ় ও ভারসাম্যপূর্ণ ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তাতে অগ্রগামিতার ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে, গোঁড়ামী ও রক্ষণশীলতা বা প্রতিক্রিয়াশীলতাকে কোন স্থান দেয়া হয়নি। তা তো বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন ও লোকদের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে। বস্তুত ইসলামী সমাজ অতীব উচ্চমানের ও যথার্থ তাৎপর্য সম্পন্ন একটি মানবিক সমাজ। তাতে যুক্তিগ্রাহ্য ও বাস্তব সম্মত মানবীয় সাম্য- পুরোপুরি স্বীকৃত। ইসলামী সমাজে মানুষের জীবন-সম্পদ, ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তা রয়েছে। মানুষের স্বাধীনতা এখানে স্বীকৃত। সমাজে একে অপরের অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য সুনির্ধারিত। তাই ইসলামী সমাজ একটি আদর্শ সমাজ।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হলো-

পাঠ-১ : ইসলামী সমাজের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

পাঠ-২ : জীবনের নিরাপত্তায় ইসলামী সমাজ

পাঠ-৩ : সম্পদের নিরাপত্তায় ইসলামী সমাজ

পাঠ-৪ : আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও কর্তব্য

পাঠ-৫ : ইসলামী সমাজে পাড়া-প্রতিবেশীর অধিকার ও কর্তব্য

পাঠ ১ ইসলামী সমাজের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কি তা বলতে পারবেন।
- ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে পারবেন।
- ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৫.১ ইসলামী সমাজের পরিচয়

মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সামাজিক জীব। একসাথে মিলে মিশে থাকা মানুষের জন্য অপরিহার্য। এ মন্তব্য যেমন সমাজ বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত-মনীষীদের; তেমনি কুরআনিক দৃষ্টিতেও। মানব সমাজ সম্পর্কে ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে দুনিয়াতে সমস্ত মানুষই এক আদমের সন্তান। কাজেই সকল মানুষ সমানভাবে পরস্পর ভাই ভাই। জাতি, অঞ্চল, বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্নতার কারণে মানব সমাজকে ইসলাম বিভক্ত করে না। বরং ধর্মের ভিত্তিতে মানুষ দুটো সমাজে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এর একটি ইসলামী সমাজ অপরটি অনৈসলামী সমাজ।

সমাজ ব্যবস্থা বলতে বুঝায় কোন বিশেষ রীতি-নীতি, আইন-কানুন ও একটি অবকাঠামো যা দ্বারা সমাজ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ইসলামী রীতি-নীতি, আইন-কাঠামো ও বিধি-বিধান দ্বারা যে সমাজ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা। অপর কথায় যে সমাজের প্রতিটি মানুষের অধিকার, চাহিদা, দায়-দায়িত্ব ইসলামের অনুশাসন দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেটাই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা। ইসলামী সমাজে মানুষের সকল কর্মকাণ্ড শুধু আল্লাহর বিধান মোতাবেক চলবে। ইসলামী সমাজের প্রত্যেক সদস্যের ঘোষণা–

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"বলুন, আমার নামায, আমার যাবতীয় ইবাদত অনুষ্ঠান, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছুই আল্লাহ রাব্বুল আমীনের জন্য নিবেদিত।" (সূরা আনআম : ১৬২)

মহানবী (স) ইসলামী সমাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন :

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে ভালবাসে, আল্লাহর জন্য শত্রুতা করে, আল্লাহর জন্য দান করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিষেধ করে, সে ব্যক্তি ঈমানে পূর্ণতা লাভ করেছে।" (বুখারী)

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্যই ইসলামী সমাজের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

"হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতের কল্যাণ দান কর।" (সূরা বাক্বারা : ২০১)

রাসূল (স) বলেন–

اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُ ثَلَاثًا قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِكِتَابِهٖ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ

"কল্যাণ কামনাই দ্বীনের মূল কথা। একথা তিনি তিনবার বললেন। সাহাবীগণ বললেন– কল্যাণ কামনা কার জন্যে? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন– আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর কিতাব, মুসলমানদের নেতা এবং জনসাধারণের জন্য।" ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ ইসলামী সমাজের অন্যতম উদ্দেশ্য। আল-কুরআনের ঘোষণা–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

"তোমরা সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য উত্থিত করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ হতে মানুষকে ফিরিয়ে রাখবে, আর আল্লাহতে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করবে।" (সূরা আলে-ইমরান : ১১০)

মহানবী (স) বলেছেন–

"তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদশে দেবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। অন্যথায় তোমাদের ওপর নিকৃষ্টতম লোককে তোমাদের শাসক করে দেয়া হবে। আর সৎ লোকেরা দোয়া করতে থাকবে, কিন্তু তা কবুল হবে না।" (তিবরানী)

আর মানব জীবনকে সার্বিকভাবে সৎ, সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সুখময় করার জন্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাই একমাত্র সর্বোত্তম আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে।

৫.২ ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য : ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ-

ক. কুরআন ও সুন্নাহ আদর্শের মাপকাঠি

ইসলামী সমাজের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ। ইসলামী সমাজ তাওহীদের বিশ্বাসে উজ্জীবিত ও বলিয়ান। সকল ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের উৎস একমাত্র আল্লাহকে মেনে নিয়ে সমাজের সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

ইসলামী সমাজ হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে বিশ্ব নবী এবং দুনিয়ার সর্বশেষ নবী হিসেবে মেনে নেয়। আর সকল কাজে তাঁরই আদর্শ ও নেতৃত্ব মেনে নেয় অনুসরণীয় নেতা হিসেবে, হযরত মুহাম্মাদ (স) ছাড়া আর কারও নেতৃত্ব ও আদর্শ গ্রহণ করেনা। কেননা আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"অবশ্যই রাসূলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।"

আল কুরআনে আরও ঘোষিত হয়েছে :

اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর আর রাসূলের অনুকরণ কর।" (সূরা নিসা : ৫৯)

ইসলামী সমাজে সকল কাজে কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহর অনুসরণ করা হয়। এ দু'য়ের বিপরীত সব কিছুকে বর্জন করা হয়। বিদায় হাজ্জের ভাষণে মহানবী (স) বলেছেন : "আমি তোমাদের কাছে দু'টো বিষয় রেখে যাচ্ছি এগুলোর অনুসরণ করলে তোমারা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না– তা হল আল্লাহর বাণী কুরআন এবং আমার সুন্নাহ।"

মহান আল্লাহ বলেন : "রাসূল যা তোমাদের জন্যে এনেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা বর্জন কর।"

খ. ঈমান ও আমলের সমন্বয়

ইসলামী সমাজ বিশ্বাস ও কর্ম তথা ঈমান ও আমলের সমন্বয়ে গঠিত। এ সমাজ তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করে সে অনুসারে জীবন যাপন করে। বিশ্বাস ও কর্মকে আলাদা করে দেখে না। ইসলামে কর্মই ধর্মের পরিচায়ক। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَالْعَصْرِ ۙ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

"মহাকালের শপথ, অবশ্যই সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু তাঁরা নয়, যারা ঈমান এনেছে এব সৎকর্ম করেছে?"

(সূরা আল-আসর : ১-৩)

ইসলামী সমাজ ইহ্কাল ও পরকালের সমন্বয়ে গঠিত। ইসলামী সমাজে পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। তেমনিভাবে ইসলাম সমাজে পারলৌকিক কল্যাণের পথও সুগম করে।

ইসলামী সমাজে আল্লাহ প্রদত্ত আইন-কানূন ও বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়। আল্লাহ বলেছেন :

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ

"বিধান একমাত্র আল্লাহরই।" (সূরা আন আম : ৫৭)

গ. মানবতার ভিত্তিতে সমাজ গঠন

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক সাম্য, অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব এবং বিশ্ব মানবতার ভিত্তিতে উন্নত আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার অন্ধ আভিজাত্যের গৌরব ও বংশ মর্যাদার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। মানুষে মানুষে সকল প্রকার অসাম্য ও ভেদাভেদ দূরীভূত করে মানবতার অত্যুজ্জ্বল আদর্শে ইসলামী সমাজ গঠিত।

ইসলামী সমাজে নিছক জন্মগত, বংশগত কিংবা ভাষাগত বা আঞ্চলিককতার বিচারে কোন মানুষের মর্যাদা ও প্রাধান্য স্বীকার করা হয় না। মহানবী (স) বলেন, "সকল মনুষ সমান। মানুষের মধ্যে উৎকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক অনুগত্য এবং মানুষের সর্বাধিক কল্যাকামী।"

ইসলামী সমাজ সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু" তাওহীদের এ বৈপ্লবিক ঘোষণা মানুষের মানুষে সকল ভেদাভেদ চূর্ণ করে এক সমাজ, এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً

"আমি মানুষকে এক জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা ইউনুস : ১৯)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "হে মানবগণ, নিশ্চয়ই এক পুরুষ ও এক নারী থেকে আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের চেনার জন্য তোমাদের বিভিন্ন দলও গোত্রে বিভক্ত করেছি। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তারাই উত্তম, তোমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে ধার্মিক।" (সূরা হুজুরাত : ১৩)

ঘ. দায়িত্ব ও অধিকার নির্ধারিত

ইসলামী সমাজে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারিত রয়েছে। সমাজের কোন সদস্যই দায়িত্ব মুক্ত নয়। মহানবী (স) বলেছেন :

اَلَاكُلُّكُمْ رَاعٍ

"সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামী সমাজে পরস্পর পরস্পরের কল্যাণকামী, সহযোগী। মহানবী (স) বলেন :

اَلدِّيْنُ نَصِيْحَةٌ

"কল্যাণকামিতাই ধর্ম।" মহানবী (স) আরও বলে"

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَّنْفَعُ النَّاسِ

"যে ব্যক্তি মানুষের কল্যাণ করে, সেই ব্যক্তিই উত্তম।"

ঙ. ন্যায়ের পতাকাবাহী

ইসলামী সমাজের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ন্যায়নীতি ভিত্তিক। সামাজিক বা অর্থনৈতিক কোন ব্যাপারেই কেউ কারও ওপর যুলম বা অত্যাচার করতে পারে না। ইসলামী সমাজ তাই ন্যায়ের পতাকাবাহী। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলাম সমাজ।

চ. শ্রেষ্ট সমাজ

ইসলামী সমাজ অঞ্চল, গোত্র, বর্ণ, ভাষা-জাতি নির্বিশেষে একটি ব্যাপক ও সর্বজনীন সমাজ ব্যবস্থার কথা বলে। যারাই ইসলামে বিশ্বাস করেন এবং ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলতে চান তারাই এ সমাজের সদস্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً

"মানুষ একই সমাজভুক্ত।" (সূরা বাকারা : ২১৩)

ইসলামী সমাজের সামাজিক বন্ধন অত্যন্ত সুদৃঢ়। রাসূল (স) বলেছেন, "মুসলমান একটি দেহের মত।" তিনি আরও বলেছেন, "মুসলিমগণ একত্রে মিলিত একটি অট্টালিকা স্বরূপ।" (বুখারী (সংক্ষেপিত)

ইসলামী সমাজে পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আল্লাহর ইবাদতের মতই বান্দার হক বা অধিকার প্রদানের গুরুত্ব রয়েছে। সমাজে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী সকলের প্রতিই কর্তব্য পালন করতে হয়।

ইসলামী সমাজ শ্রেষ্ঠ সমাজ। এ সমাজ মানবতার কল্যাণকামী। এ সমাজের বিশ্বাসী বান্দাগণ সৃষ্টির সেরা জীব। বিশ্বাসী জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি। আল্লাহ বলেন : "তোমরাই শ্রেষ্ঠ।" (সূরা আল-ইমরান : ১১০)

ছ. ইসলামের সামগ্রিক রূপায়ন

ইসলামী সমাজ না হলে, ইসলামের পূর্ণ রূপায়ণ এবং ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এ গুরুত্ব অনুধাবন করেই মহানবী (স) জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় গিয়ে আনসার ও মুহাজিরদের সমন্বয়ে একটি আদর্শ-ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেন।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের সামগ্রিক রূপায়ণের জন্য ইসলামী সমাজের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, ইসলামের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইসলামী সমাজেই ইসলামের আর্থ-সামাজিক নীতিমালা ও আদর্শ বাস্তবায়ন সম্ভব।

সার-সংক্ষেপ

ইসলামী সমাজ একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা। ইসলামী সমাজ মানব সভ্যতার একটি অনিবার্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামী সমাজে মানুষ ও মানবতার বিকাশ-উন্নয়ন সাধিত হয়। এ সমাজব্যবস্থা তাই মানবতার জন্য অপরিহার্য।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

- ইসলাম সমাজ ব্যবস্থা ইসলামের মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।
- ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত।
- ইসলামী সমাজব্যবস্থায় সামগ্রিক ও সার্বিক কর্তৃত্ব থাকে ইসলামের।
- ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের আলোকে এর প্রতিটি কর্মকাণ্ড পরিচালিত।
- ইসলামী সমাজের যাবতীয় ইবাদত-উপাসনা, আইন-কানুন সবকিছুই ইসলাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
- রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ইসলামের কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
- নৈতিকমান, নৈতিক চরিত্র এবং যাবতীয় আচার-আচরণ ইসলামের বিধান দ্বারা পরিচালিত।
- ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পারস্পরিক যাবতীয় লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, আয়-উপার্জন, ভোগ-ব্যবহার ইত্যাদি সবকিছু ইসলামের নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য বিদ্যমান।
- ইসলামী সমাজ তাওহীদ ও রিসালাত ভিত্তিক।
- ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস ও আইন-কানূন মেনে নিয়ে এ সমাজের সদস্য হওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.১

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : এক কথায় উত্তর দিন।

১. মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে কী?
২. কিসের ভিত্তিতে মানুষ দুটো সমাজে বিভক্ত এবং তা কী কী?
৩. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কিসের দ্বারা নির্ধারিত?
৪. ইসলামী সমাজে মানুষের সকল কর্মকাণ্ড কিসের ভিত্তিতে চলবে?
৫. ইসলামী সমাজ কোন বিশ্বাসে উজ্জীবিত ও বলিয়ান?
৬. ইসলামে কর্মই কিসের পচিায়ক?
৭. ইসলামী সমাজের সদস্য হওয়া যায় কি ভাবে?
৮. ইসলামী সমাজ মানব সভ্যতার জন্য একটি কি বিষয়?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কাকে বলে?
২. ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।
৩. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

পাঠ ২ জীবনের নিরাপত্তায় ইসলামী সমাজ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় জীবনের নিরাপত্তা বিধানে গৃহীত নীতিমালা বিশ্লেষণ করতে পাবেন।
- মৌলিক অধিকার প্রদানে ইসলামী সমাজের নীতিকথা উল্লেখ করতে পারবেন।
- জীবন ও মান-সম্মানের নিরাপত্তায় ইসলামী সমাজের বিধান বর্ণনা করতে পারবেন।
- মত-ধর্মের স্বাধীনতায় ইসলামী সমাজের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- অপরাধমূলক কার্যকলাপ দমনে ইসলামী সমাজের গৃহীত পদক্ষেপ বর্ণনা করতে পারবেন।

২.১ জীবনের নিরাপত্তায় ইসলামী সমাজের পদক্ষেপ

মানুষের জীবনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি রয়েছে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায়। কেননা, ইসলাম এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেখানে শান্তি, সুখ ও কল্যাণ এবং অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ যাবতীয় মৌলিক অধিকার পূরণের নিশ্চয়তা থাকবে।

জীবনের নিরাপত্তার জন্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তা হলো-

ক. মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা মানুষকে তার মন ও মতের স্বাধীনতা, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, ইজ্জত ও সম্মানের নিরাপত্তা, ভাত-কাপড়, বাসসস্থান ও বেঁচে থাকার অধিকার প্রদান করেছে।

খ. জীবনের নিরাপত্তা

মানুষের জীবনের সর্বপ্রথম অধিকার বাঁচার অধিকার জীবন যাপনের অধিকার। ইসলামী সমাজে যে কোন ব্যক্তি তার জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তা পেয়ে থাকে। অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে বিনিময়ে 'কিসাস'স্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা অথবা 'দিয়ত' বা রক্তপণ দেয়ার বিধান দিয়েছে। যেমন কুরআন ঘোষণা করেছে :

* "হত্যা করো না কোন ব্যক্তিকে আইনের বিধান ব্যতীত, আর হত্যা করাকে আল্লাহ হারাম করেছেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৩)

* "যে হত্যা করেছে কোন লোককে হত্যা অথবা যমীনে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি ব্যতীত, সে যেন হত্যা করেছে সমস্ত মানুষকে।" -(সূরা মায়িদা : ৩২)

এ থেকে বুঝা যায় যে, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা যাবে না। এভাবে ইসলাম মানুষের জীবনের পূর্ণ নিরপত্তা প্রদান করেছে।

সমাজে মানুষকে একত্রে বসবাস করতে হয়। পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা ছাড়া সমাজে বাস করা যায় না। এ কারণে মানুষ যাতে সমাজে শান্তিতে সহাবস্থান করতে পারে, সে জন্য কেউ যেন কাউকে উৎপীড়ন না করে, কষ্ট না দেয় সে ব্যাপারে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। মহানবী (স) বলেন : "যার উৎপীড়ন হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে না।" মহানবী আরো বলেছেন : "যার অনিষ্ট থেকে পাড়া-প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে মুমিন নয়।" (বুখারী-মুসলিম)

গ. নিরাপত্তামূলক বাসস্থান

সমাজে মানুষ নিরাপত্তা ও শান্তির সাথে নিজ গৃহে বসবাস করতে চায়। কোন উৎপীড়ন ও অশান্তি যেন ঘিরে না বসে এজন্য ইসলাম এক প্রতিবেশীর প্রতি অপর প্রতিবেশীল দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছে। বিনা অনুমতিতে কারো বাড়িতে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। পর্দা প্রথা মেনে চলার আদেশ করেছে। কোন বাড়িতে আলো-বাতাস প্রতিরোধমূলক কোন কাজ করতে নিষেধ করেছে।

ঘ. সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা

আইনের শাসন ও সুবিচার না থাকলে সে সমাজের মানুষের জীবনে নেমে আসে অশান্তির অমানিশা এবং মানুষের জীবন হয়ে পড়ে বিপন্ন।

সমাজ জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলার পূর্বশর্ত হচ্ছে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ন্যায় বিচারের সুব্যবস্থা রয়েছে। এখানে আইনের চোখে আপন-পর, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, বিদ্বান-মুর্খ, সবল-দুর্বল এবং স্বজাতি-বিজাতি সকলেই সমান। ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিয়ে ইসলাম ঘোষণা করেছে- "তোমরা যখন লোকদের মধ্যে বিচার করবে তখন ন্যায় বিচার করবে।"

ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তায়ালার আরো নির্দেশ হচ্ছে– "আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায় বিচার ও সদাচরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।"

বস্তুত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত থাকলে জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নকারী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হতে পারে না।

ঙ. মান-সম্মানের নিরাপত্তা

সমাজে মানুষ তার আত্ম-সম্মান, ইজ্জত-আবরু ইত্যাদি নিয়ে গৌরবের সাথে বসবাস করতে চায়। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষকে আত্ম-সম্মান নিয়ে গৌরবের সাথে জীবন যাপনের নিরাপত্তা বিধান করে।
এ মর্মে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন : (১) তোমরা একে অন্যের দুর্নাম করো না, (২) মন্দ উপাধিতে কাউকে অভিহিত করো না, (৩) তোমরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করো না। (সূরা হজুরাত : ১১)

মহানবী (স) বলেছেন, "তোমরা পরস্পর গীবত করো না। কেননা, গীবত ব্যভিচার অপেক্ষাও জঘন্য।" (মিশকাত) এভাবে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মান-সম্মানের নিরাপত্তা দান করা হয়েছে।

চ. মত ও ধর্মের স্বাধীনতা

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষকে তার মতামত ও ধর্মীয় জীবনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে যার ধর্ম পালন করবে। ধর্মের ব্যাপারে মানুষের ওপর কোন জোর-জবরদস্তি নেই। (সূরা বাকারা : ২৫৬) কিন্তু স্বেচ্ছায় ধর্ম গ্রহণ করার পর তার কোন বিধান লংঘন করার অধিকার ইসলাম কাউকে দেয় না। বাক-স্বাধীনতার ব্যাপারে মহানবী বলেছেন : "অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা শ্রেষ্ঠতম জিহাদ।"

ছ. অধিকার প্রদানে সাম্য

ইসলামের চোখে সমাজের সকল মানুষই সমান। মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে ইসলাম সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করে থাকে। তাই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কোন লোক তার অধিকারে থেকে বঞ্চিত হয় না, কেউ কোনভাবে নিগ্রহের শিকার হয় না। ফলে সমাজ জীবন শান্তিময় হয়ে ওঠে।

জ. অপরাধমূলক কার্যকলাপ দমন

ইসলাম মানব সমাজকে সর্বপ্রকার নৈতিক অধঃপতন, অবক্ষয়, পাপ ও অপবিত্রতার পংকিলতা হতে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ও পবিত্র করতে চায়। সেজন্য মদ্য পান হারাম করা হয়েছে। চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার, জুয়া, মিথ্যাচার, হত্যা, নির্যাতনকে অপরাধ ও কঠিন পাপ বলে ঘোষণা করেছে। তেমনিভাবে অনাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা-পর্দাহীনতা, নাচ-গান, বিচিত্রানুষ্ঠান, মেলা প্রভৃতি অশ্লীলতা ইসলামী সমাজে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এ সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঝ. নৈতিক শিক্ষা

অপরদিকে নৈতিক মান উন্নত করার জন্য সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানুষ যাতে তাদের নৈতিক মান উন্নত ও উৎকর্ষ সাধন করতে পারে, সে জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা ইসলামী সমাজে রয়েছে। আর এর মাধ্যমেই ইসলামী সমাজে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। কেননা, একজন উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ দ্বারা কখনো অপরের অনিষ্ট হতে পারে না। তাই ইসলাম মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নত করার মাধ্যমে আদর্শ সমাজ জীবন গড়ে তুলতে চায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.২

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সত্য মিথ্যা নির্ণয় করুন।

১. মানুষের জীবনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি রয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায়।
২. ইসলাম একটি রক্ষণশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়?
৩. সমাজ জীবনে শান্তি-শৃক্মখলার পূর্বশর্ত হচ্ছে আইনের শৃক্মখলা ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা।
৪. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই।
৫. ইসলাম মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নত করার মাধ্যমে আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে চায়।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় জীবনের নিরাপত্তা বিধানে গৃহীত নীতিমালা বিশ্লেষণ করুন।
২. জীবন ও মান-সম্মানের নিরাপত্তার ইসলামী সমাজের বিধান বর্ণনা করুন।

পাঠ ৩ সম্পদের নিরাপত্তায় ইসলামী সমাজ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- সমাজ জীবনে সম্পদের গুরুত্ব বলতে পারবেন।
- সম্পদের নিরাপত্তায় ইসলামী সমাজে গৃহীত বিধান উল্লেখ করতে পারবেন।
- সম্পদের সুষম বন্টনে ইসলামী সমাজের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।
- আর্থিক অনাচার প্রতিরোধে ইসলামী সমাজের পদক্ষেপ বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১ ইসলামী সমাজে সম্পদ

জীবনের সাথে সম্পদের সম্পর্ক সুনিবিড়। সম্পদ ব্যতীত জীবনের নিরাপত্তা অকল্পনীয়। এ কারণেই ইসলামী জীবন দর্শন সম্পদকে বৃথা বা মূল্যহীন কিংবা "অর্থই অনর্থের মূল" মনে করে না, বরং সম্পদকে মহান আল্লাহর নিয়ামত ও জীবন ধারণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে গণ্য করে। অর্থের অপরিহার্যতার কথা বলতে গিয়ে মহানবী (স) বলেছেন– "অভাব মানুষকে কুফরী পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।" আর সে জন্য ইসলাম সম্পদ উপার্জন, আহরণ, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সুষম বন্টনের ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকে।

৩.২ সম্পদের নিরাপত্তায় ইসলাম

জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে বিদায় হজ্জের শেষ ভাষণে মহানবী (স) দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন : "মনে রেখো! তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের ইজ্জত সম্মানকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ঘোষণা করেছেন। যেমন পবিত্র আজকের এ দিন, এ শহর এবং এ মাস।" সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা হচ্ছে-

ক. সকলের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর :

মহান আল্লাহ যেমন মহাবিশ্বের স্রষ্টা, তেমন এর পালনকর্তাও তিনিই। পবিত্র কুরআনের প্রারম্ভেই তিনি নিজকে رَبُّ ٱلْعٰلَمِيْنَ "রাব্বুল আলামীন" বা বিশ্ব পালকরূপে অভিহিত করেছেন। অপর জায়গায় বলেছেন : "যমীনে এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর নয়।" (সূরা হুদ) এ দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে তিনি মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে যা যা আবশ্যক তা যথাস্থানে সৃষ্টি করে রেখেছেন।

খ. সম্পদের সুষম বন্টন

ইসলামের দৃষ্টিতে পূর্ণ-অর্থনৈতিক সাম্য বাস্তবে সম্ভবপর নয় এবং সমাজ-ব্যবস্থা পরিচালনের পক্ষে তা অনুকূলও নয়। তাই ইসলাম অর্থের ন্যায় সঙ্গত তথা সুষম বন্টনের ব্যবস্থা করেছে। ইসলাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ উপার্জনের অনুমতি দেয়। কিন্তু সাথে সাথে যারা জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণে অক্ষম তাদের সে প্রয়োজন পূরণ করতে তাকে বাধ্য করেছে। ইসলামী-ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে সমাজের সমগ্র সম্পদ যাতে পুঞ্জিভূত না হয় সে জন্য সম্পদ দুঃস্থ ও অসহায়দের মধ্যে বন্টন করে দিতে নির্দেশ দিয়েছে।

গ. যাকাত ও উত্তরাধিকার আইন

যাকাত ও উত্তরাধিকার আইন ইসলামী সমাজে ন্যায়পরায়ণতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি। ইসলাম সমাজের বুক হতে ক্ষুধা ও দারিদ্রের উচ্ছেদ সাধনের উদ্দেশ্যে যাকাত প্রতিষ্ঠা করেছে। উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে সম্পদ বন্টনের সুব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলাম এক অভূতপূর্ব বন্টন ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটিয়েছে এবং মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে।

ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য কেবল যাকাতকেই বাধ্যতামূলক করেনি, অন্যান্য দান-সাদাকা করার জন্য আবেগময় ভাষায় উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে।

ঘ. মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব সরকারের

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের প্রতিটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য সমাজ তথা রাষ্ট্র দায়ী। মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, পরিবার ও শিক্ষার নিশ্চয়তা দেয়া ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সরকারের অপরিহার্য কর্তব্য বা ফরয হিসেবে গণ্য।

'শরহে শিরআতুল ইসলাম' গ্রন্থে সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে– "তিনি কোনো দরিদ্রকে দরিদ্র রাখবেন না, কোনো ঋণীকে ঋণী থাকতে দেবেন না, কোনো দুর্বলের সহায়তা না করে ও অত্যাচারিতদের সাহায্য না করে থাকবে না, আর যালিমকে দমন না করে ছাড়বেন না এবং কোনো উলঙ্গকে কাপড় না দিয়ে রাখবেন না।"

যখন সরকার এ ব্যাপারে অসমর্থ হয়, তখন তাদের এসব কিছুর ব্যবস্থা করে দেয়া সমাজের ধনী ব্যক্তিদের ওপর ফরয। এ কর্তব্য পালনে কেউ অবহেলা করলে সরকার তাদেরকে এ কর্তব্য পালনে বাধ্য করবে। কুরআনে এসেছে :

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"ইহসান করো পিতা-মাতার প্রতি, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকট ও দূর পড়শী, সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের দাস-দাসীদের প্রতি।" (সূরা নিসা : ৩৬) এখানে আল্লাহ পাক অক্ষম ও অভাবীদের প্রতি ইহসান করাকে ফরয করেছেন।

ঙ. আর্থিক অনাচার প্রতিরোধ

ইসলামী ব্যবস্থায় যাবতীয় আর্থিক অনাচার তথা সুদ, ঘুষ, জুয়া, প্রতারণা, অশ্লীলতা, বে-দ্বীনির সহায়ক বিষয়, হারাম বা নাপাক বস্তু, ভিক্ষাবৃত্তি, চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন, ছিনতাই, জবরদখল প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থোপার্জন করাকে হারাম ঘোষণা করেছে। এর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। ইসলামী ব্যবস্থায় কর্মচারীদের পক্ষে সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য উপহার গ্রহণ, মূল্যবৃদ্ধির জন্য মজুদদারী, কালোবাজারী, চোরাচালানী, অপচয়, অপব্যয়, বিলাসিতা ইত্যাদিকে দ্ব্যর্থহীনভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বিশ্ব মানবতার জন্য এক কল্যাণকর ও আশীর্বাদ স্বরূপ। তাই এতে মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার ব্যাপারে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এ কথারই দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি দেখা যায় 'প্রফেসর মেসিনন (Masignon) এর মন্তব্যে : তিনি বলেন, "ইসলাম একটি সুষম অর্থনৈতিক বন্টন ব্যবস্থার পতাকাবাহী হিসেবে মহীয়ান। পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের মধ্যবর্তী অবস্থায় ইসলামের অবস্থান।"

ইসলাম মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তা আধুনিক পৃথিবীর ক্ষয়িষ্ণু ও ধ্বংসোম্মুখ যে কোন ব্যবস্থার তুলনায় এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা। আর ইসলামের এ সমাজ ব্যবস্থাই বর্তমান বিশ্বের অশান্ত সমাজকে শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে সক্ষম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৩

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সঠিক উত্তরটি বেছে নিন।

১. ইসলামী জীবন দর্শন সম্পদকে মূল্যহীন / অর্থই অনর্থের মূল / আল্লাহর নিয়ামত বলে মনে করে।

২. অভাব মানুষকে কুফরীর দিকে ধাবিত করে / মহৎ করে / অমানুষ করে।

৩. ইসলামের দৃষ্টিতে পূর্ণ অর্থনৈতিক সাম্য বাস্তবে সম্ভবপর নয় / বাস্তবে সম্ভব।

৪. ইসলাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ উপার্জনের অনুমতি দেয় / দেয় না।

৫. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের প্রতিটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য দায়ী সমাজ/ ব্যক্তি নিজে/ ধনী ব্যক্তিগণ।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ জীবনে সম্পদের গুরুত্ব তুলে ধরুন।

২. সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে ইসলামের ভূমিকা উল্লেখ করুন।

পাঠ ৪ আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- আত্মীয়-স্বজনের পরিচয় দিতে পারবেন।
- আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও কর্তব্যের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- আত্মীয়-স্বজনের অধিকারসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

৪.১ : আত্মীয়-স্বজন-এর পরিচয়

পরিবারের বাইরেও মানুষের অনেক হিতৈষী ও আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন। যাদের সাথে মানুষের জীবনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। মানুষ সে সব আত্মীয় স্বজনের ওপর নানাভাবে নির্ভরশীল থাকে। এরা মানুষের খুবই কাছের লোক, আপন মানুষ। যাদের সাথে জীবনের এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও নিকটজনদেরকে আত্মীয়-স্বজন বলা হয়। আত্মীয় শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে আত্মা থেকে। আত্মার সাথে তথা আপন সত্তার সাথে যারা সম্পর্কিত তারাই আত্মীয়-স্বজন। এরা খুবই কাছের মানুষ। এরূপ সম্পর্কিত মানুষ যেমন রক্তের সম্পর্কের কারণে গড়ে উঠতে পারে তেমনি গড়ে উঠতে পারে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার দিক দিয়ে। আবার অনেক সময় জীবনে চলার পথে অনেক বন্ধু-বান্ধবদের সাথে গড়ে ওঠতে পারে আত্মীয়তা। এরাই স্বজন। ইসলাম পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ও বহির্ভূত এবং নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকল প্রকারের আত্মীয় স্বজনের সাথেই সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে বলে। তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং উত্তম ও সুন্দর আচরণের মাধ্যমে আত্মীয়তার অধিকার আদায় করা ইসলামের নির্দেশ।

কুরআন মাজীদে আত্মীয়-স্বজনকে ذَوِى الْاَرْحَامْ বলে উল্লেখ করা হয়েছে رحم শব্দের বহুবচন এবং اَلرَّحْمٰنُ শব্দটি আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণবাচক নাম صِلَةُ الرِّحْمِ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। সাধারণ অর্থে রক্ত সম্পর্কিত ব্যক্তিগণকেই আত্মীয়-স্বজন বলা হয়। ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং স্বামী-স্ত্রীর পরেই এ রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের স্থান।

আত্মার সাথে যারা সম্পর্কিত, তারাই আত্মীয় আর স্বজন হলো নিজের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি। সুতরাং আত্মীয়-স্বজন বলতে তিন শ্রেণীর মানুষকে বোঝায়-

ক. রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন : যথা-পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, চাচা-চাচী, মামা, খালা-খালু, দাদা-দাদী, নানা-নানী প্রমুখ।

খ. বৈবাহিক সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন : যথা-শ্বশুর-শাশুড়ি এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য আত্মীয়–স্বজন।

গ. বন্ধুত্বের সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন : নিকটস্থ বন্ধু-বান্ধবকে বোঝায়।

৪.২ আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও কর্তব্যের গুরুত্ব

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) আত্মীয়-স্বজনের অধিকার পালনে বার বার তাগিদ দিয়েছেন। যারা আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও কর্তব্য পালন করে না অথবা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখে না কিংবা এ সম্পর্ক যে কোনভাবে ছিন্ন করে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (স) তাদেরকে পছন্দ করেন না। কারণ, আত্মীয়-স্বজনকে উপেক্ষা করলে মানুষের জীবন এক অসহায় যান্ত্রিক জীবনে পরিণত হবে এবং পারস্পরিক সহানুভূতি, সমবেদনা, সংবেদনশীলতা ইত্যাদি মানসিক ও মানবিক গুণগুলোর অস্তিত্ব রহিত হবে। এতে এক মানুষের মনে তার নিকটতম আত্মীয়ের জন্যও কোন হৃদয়ের অনুভূতি সঞ্চারিত হবে না; বরং মানব জাতির সামাজিক বৈশিষ্ট্য চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ফলে যে সমাজ অবশিষ্ট থাকবে এবং তাতে যারা বাস করবে তারা নি[illegible]*াণ* উষর মরুতে বাসকারীর মতই অসহায়ত্ব বোধ করবে। কেননা, মানুষের পারস্পরিক যে সম্পর্ক ও মমতাবোধ এবং স্নেহ, ভালবাসা তা আল্লাহ্র অসীম দয়া ও রহমত। আর আত্মীয়তা সম্পর্কের মত এক বিরাট ও ব্যাপক সম্পর্ক সমাজে না থাকলে সে সমাজ আল্লাহর দয়া ও রহমত থেকেও বঞ্চিত হয়। ফলে সে সমাজে কখনো কারো কল্যাণ বা শান্তি হতে পারে না।

এতে কোন সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তি বা সমাজের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক থাকে না, সে ব্যক্তি বা সমাজের ওপর আল্লাহর রহমত থাকে না। তেমনি তাদের কোন কল্যাণও হতে পারে না। এ সম্পর্কে নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন-

لَاتَنْزِلُ الرَّحْمَةِ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِ قَاطِعُ رِحْمٍ

"যে কাওমের মধ্যে আত্মীয়তা ছিন্নকারী লোক অবস্থান করে, সে কাওম বা সমাজের ওপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয় না।"

ইসলামী শরীয়তে পিতা-মাতার পরেই আত্মীয়ের স্থান। অতএব পিতা-মাতার পর ক্রমশ আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করবে। তাই অর্থ সাহায্যের বেলায় সর্বপ্রথম অধিকার হলো পিতা-মাতার, তার পরই আত্মীয়-স্বজনের। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ

"(হে রাসূল!) আপনি বলুন, কল্যাণকর যে জিনিস তোমরা ব্যয় কর, তা তোমাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও দারিদ্র্যের জন্য ব্যয় করবে।"

সমাজ জীবনে মানুষের যত অধিকার ও কর্তব্য আছে, তার মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও কর্তব্যই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন–

"আমিই স্বয়ং আল্লাহ এবং আমিই 'রহমান' করুণাময়। আমিই 'রাহিম' (আত্মীয়তাকে) সৃষ্টি করেছি এবং আমার নিজ নামের সাথে এর নামকরণ করেছি। অতএব, যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পর্ক রাখে, আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখি। আর যে ব্যক্তি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে, আমিও তার সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলি।" অপর এক হাদীসে বলেছেন -

"যে ভাল মনে করে যে, তার মৃত্যু বিলম্বিত হোক ও জীবিকা বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়তা বজায় রাখে।" (বুখারী-মুসলিম)

মহানবী (স) আরো ঘোষণা করেন- "যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তা ছিন্নকারী লোক রয়েছে, সে সম্প্রদায়ের প্রতি মহান প্রভুর রহমত বর্ষিত হয় না" - (বাইহাকী)

তিনি আরো বলেন :

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رِحْمٍ

"আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।" (বুখারী-মুসলিম)

৪.৩ আত্মীয়-স্বজনের অধিকারসমূহ

ক. আত্মীয়ের প্রাপ্য আদায় করা

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও হকসমূহ যথাযথভাবে আদায় করার জন্য ইসলাম নির্দেশ দেয়। কুরআনের ঘোষণা-

وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ

"তোমরা আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য দিয়ে দাও।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৬)

"তারাই সত্যিকার ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি, যারা মহান আল্লাহ পাকের মহব্বতে আত্মীয়-স্বজনকে ধন-সম্পদ দান করে।" - (সূরা বাক্বারা : ১৭৭)

রাসূলুল্লাহ (স) কে কেউ জিজ্ঞেস করল যে কোন্ ব্যক্তি উত্তম? তিনি বললেন- "যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে ও আত্মীয়তাকে বজায় রাখে।"

খ. সদ্ব্যবহার করা

ইসলাম আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দান করেছে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী–

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى

"আল্লাহ পাক ন্যায় বিচার কায়েম করতে, পরস্পরের প্রতি ইহসান করতে ও আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায় করতে নির্দেশ দিচ্ছেন।" (সূরা নাহ্ল : ৯০)

গ. সু-সম্পর্ক বজায় রাখা

ইসলাম বলে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সর্বদা সু-সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। তাদের সাথে কখনো ঝগড়া-ফাসাদ করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ অন্তরে শত্রুতা পোষণ করে, এমন আত্মীয়কে দান করা উত্তম। এটা এমন যেমন বলা হয়েছে, তার সাথে মিল যে তোমা থেকে আলাদা থাকে; তাকে দাও যে তোমাকে বঞ্চিত করে এবং তাকে মার্জনা কর যে তোমার উপর যুলম করে।"

ঘ. কোন প্রকার বিরক্ত না করা

আত্মীয়-স্বজনকে কোন ক্রমেই কষ্ট দেয়া ও বিরক্ত করা উচিত নয়। তারা যদি কষ্টও দেয় তবুও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করে সদ্ভাব বজায় রাখা কর্তব্য। যদি কোন আত্মীয়-সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং দুর্ব্যবহার করে, তথাপি তার সাথে ভাল

ব্যবহার করা উচিত। অত্যাচার করলে তাকে বাধা দান করা উচিত, এটাই প্রকৃত আত্মীয়তার দাবি। কেননা, যারা সদ্ভাব বজায় রাখে, তাদের সাথে তো ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা স্বাভাবিক কিন্তু যারা কষ্ট দেয়, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার মধ্যেই কৃতিত্ব। হযরত আবূ যর (রা) বলেন : আমার বন্ধু প্রিয়নবী (স) আমাকে আদেশ করেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, যদিও তোমাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা হয় এবং সত্যি কথা বল যদিও তিক্ত হয়।"

ঙ. আত্মীয়-স্বজনের সেবা-যত্ন করা

আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা পীড়িত, রোগাক্রান্ত, দুঃস্থ তাদের সেবা-শুশ্রূষা করা একান্ত কর্তব্য। বিপদে-আপদে তাদের সাহায্য-সহানুভূতি প্রদর্শন করা জরুরি। অভাব-অনটনে পড়লে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা দান করা কর্তব্য। হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) বলেন আমার কাছে আমার জননী আগমন করলে আমি রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে আরয করলাম : আমার মা এসেছেন। তিনি এখনও মুশরিক। আমি তার সাথে দেখা করব কী? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি তাকে কিছু দিব কী? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আত্মীয়তা বজায় রাখ।" অপর এক হাদীসে আছে, "ফকীর-মিসকীনকে দান করলে একটি সদকাহ হয়। কিন্তু আত্মীয়কে কিছু দান করলে তা দু'সাদকা হয়।"

সার-সংক্ষেপ
কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ ও ভাষ্যগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম সম্পর্ক ও সদ্ভাব বজায় থাকলে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবন সুখী ও শান্তিময় হয়। আত্মীয়-স্বজনদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালবাসার মাধ্যমে এক মনোরম ও আনন্দময় পরিবেশ গড়ে ওঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৪

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন : সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন।

১. আত্মীয় শব্দটি এসেছে-
ক. আত্মা থেকে খ. অনাত্মীয় থেকে
গ. আত্মজা থেকে ঘ. অন্তর থেকে

২. আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে-
ক. রক্তের সম্পর্কের দ্বারা খ. বৈবাহিক কারণে
গ. বন্দুত্বের কারণে ঘ. সবকটি ঠিক।

৩. ইসলামী শরীআত পিতা মাতার পরেই-
ক. ভাইবোনদের স্থান খ. আত্মীয় স্বজনের স্থান
গ. স্বামী-স্ত্রীর স্থান ঘ. শিক্ষকদের স্থান

৪. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী বেহেশতে-
ক. প্রবেশ করবে খ. প্রবেশ করবে না
গ. প্রবেশ করতে পারবে না ঘ. যাবে না।

৫. আত্মীয় স্বজনকে দান করলে-
ক. ছওয়াব হয়না খ. দু'সাদকা হয়
গ. গোনাহ হয় ঘ. বেশি সওয়াব হয়।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আত্মীয়-স্বজন এর পরিচয় দিন।
২. আত্মীয়, স্বজনের অধিকার ও কর্তব্যের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. আত্মীয় স্বজনের অধিকারের বিবরণ দিন।

পাঠ ৫ ইসলামী সমাজে পাড়া-প্রতিবেশীর অধিকার ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- পাড়া-প্রতিবেশীর পরিচয় দিতে পারবেন।
- প্রতিবেশীর অধিকারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- অধিকারের আলোকে প্রতিবেশীর প্রকারভেদ বলতে পারবেন।
- প্রতিবেশীর অধিকার ও কর্তব্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.১ প্রতিবেশীর পরিচয়

সাধারণ অর্থে প্রতিবেশী বলতে আশপাশে বসবাসকারীকে বুঝায়। ইসলামী সমাজ দর্শনে প্রতিবেশীর সংজ্ঞা আরো ব্যাপক। মহানবী (স) এর সংজ্ঞায় বলেন, "আশপাশে চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত সকলেই প্রতিবেশী।" এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম যুহরী বলেন-

"নিজ গৃহের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিকের চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত প্রতিবেশী বলে বিবেচিত হবে।" মূলতঃ স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে পাশাপাশি বসবাসকারী কিংবা সাময়িকভাবে আশপাশে অবস্থানকারী তথা চলার পথের সহযাত্রীরাও প্রতিবেশী বলে গণ্য হবে। যেমন, যারা একত্রে লেখাপড়া করে, চাকরী করে, বাস-রিক্সা, জাহাজ-লঞ্চ-ষ্টীমার, বিমান-রেলওয়েতে যাতায়াতের সময় পাশাপাশি অবস্থান করে, যারা যে কোন উপায়ে একই সঙ্গে পথ চলে, একত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, একই মিল-কারখানায় কিংবা প্রতিষ্ঠানে পাশাপাশি কাজ করে, তারা সকলেই একে অপরের প্রতিবেশী। ইসলামী সমাজ দর্শনে তাই প্রতিবেশীর ব্যাপকতা বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

৫.২ প্রতিবেশীর প্রকারভেদ

হক তথা অধিকার হিসেবে প্রতিবেশীকে মহানবী (স) তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

(ক) **অমুসলিম প্রতিবেশী :** হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ বা অন্য ধর্মের লোক, অর্থাৎ যারা অমুসলিম। প্রতিবেশী হিসেবে তাদের মাত্র একটি হক আছে।

(খ) **অনাত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী :** এ শ্রেণীর প্রতিবেশীর মধ্যে সকল মুসলিম অন্তর্ভুক্ত। এদের হক তথা অধিকার দু'টি। যথা- মুসলিম হিসেবে একটি ও প্রতিবেশী হিসেবে একটি।

(গ) **আত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী :** এরা নিকটতম প্রতিবেশী। এ শ্রেণীর প্রতিবেশীর মধ্যে শুধু সে সব মুসলমান অন্তর্ভুক্ত যারা আত্মীয়। এদের অধিকার তিনটি। মুসলিম হিসেবে একটি, আত্মীয় হিসেবে একটি এবং প্রতিবেশী হিসেবে একটি।

(ঘ) **পার্শ্ব সাথী :** আরো এক শ্রেণীর প্রতিবেশীর অস্তিত্বও ইসলামে স্বীকৃত। এ পর্যায়ে রয়েছে সে সব লোক, যারা সফরসঙ্গী কিংবা রাস্তা-ঘাটে চলার পথের সাথী। মসজিদে পাশাপাশি দাঁড়াল বা কোন মজলিসে পাশাপাশি বসল সেও প্রতিবেশী হিসেবে গণ্য এবং তারও একটি হক রয়েছে, যা আদায় করতে হবে। নিম্নের আয়াতে এর প্রমাণ মেলে-

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ

"সদাচরণ কর নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্বে অবস্থানকারী প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্তী সহচরের সাথে।" (সূরা নিসা : ৩৬)

৫.৩ প্রতিবেশীর অধিকার ও কর্তব্য

প্রতিবেশীর অধিকার ও কর্তব্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় অত্যন্ত ব্যাপক। যেমন-

ক. সদাচরণ পাওয়ার অধিকার

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ ও ভাল ব্যবহার করা একজন মুসলিমের অন্যতম কর্তব্য। কখনও প্রতিবেশীর মনে আঘাত বা কোন প্রকার কষ্ট দেয়া যাবে না। ইসলামে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরেই প্রতিবেশীর এ হক স্বীকৃত। এ প্রসংগে মহান আল্লাহর ঘোষণা-

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন শিরক করো না। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, অনাথ-দরিদ্র, প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্তী সহচরদের সাথে সদাচরণ কর।" (সূরা নিসা : ৩৬)

মহানবী (স) ঘোষণা করেন-

خَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ

"আল্লাহর নিকট সেই প্রতিবেশীই উত্তম যে তার নিজ প্রতিবেশীর নিকট উত্তম।"

বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও ইমাম গাযালী উল্লেখ করেন-

"তুমি প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার কর তবেই তুমি প্রকৃত মুসলিম হতে পারবে।" (ইহইয়া-ই-উলুমুদ্দীন)

মহানবী (স) বিভিন্নভাবে পারস্পরিক এ হকের কথা বলিষ্ঠ ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। এ সম্পর্কে মহানবী (স) বলেনঃ

"যে লোক আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তার কর্তব্য প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করা, তার কল্যাণ করা।" (বুখারী)

প্রতিবেশীর প্রতি ভাল আচরণ এবং তার কল্যাণ করার কাজটি মৌল ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এ হাদীসটিতে। অনুরূপ আর একটি হাদীস হলো :

"আল্লাহ ও পরকালের প্রতি যার ঈমান আছে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।" (বুখারী)

এ দুটো হাদীসে বিষয়টি ইতিবাচক ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। নেতিবাচক ভঙ্গিতে বলা একটি হাদীসে রাসূলে করীম (স) পরাপর তিনবার বললেন- "আল্লাহর কসম, সে মু'মিন নয়।"

রাসূলের (স) মুখে একথাটি তিনবার শুনে সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল! আপনি কার কথা বলছেন? জবাবে তিনি বললেন : "আমি সেই ব্যক্তির কথা বলছি, যার নিপীড়ন ও জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপত্তা পায় না।" (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলে করীম (স) বলেছেন :
"জিবরাঈল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে বারবার এমনভাবে অসিয়ত করছিলেন যে, আমি ধারণা করতে লাগলাম, সম্ভবত তাকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

গ. প্রতিবেশীর অধিকার আমানতস্বরূপ

প্রতিবেশীদের পরস্পরের হক আমানতস্বরূপ। তারা এ আমানত রক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা করবে এবং কোন অবস্থাতেই কেউ কারো অনিষ্টের কারণ হবে না, বরং প্রাণপণে একে অপরের কল্যাণে আসবে এবং পরস্পরের আমানত হিফাযত করবে। প্রতিবেশী যে কেউই হোক কিংবা যেমনই হোক জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকলেই প্রতিবেশীর সমমর্যাদা পাবে এবং তাদের সাথে মানবিক ও ইসলাম আরোপিত কর্তব্য পালন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই কাউকে কোনরূপ উত্যক্ত করা, উৎপীড়ন বা কষ্ট দেয়া ঈমানের পরিপন্থী কাজ। অর্থাৎ তাদের হক এ আমানত নষ্ট করা ঈমান বিনষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং যে প্রতিবেশীর হক নষ্ট করবে, সে "জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" (মুসলিম)

ঘ. নিরাপত্তাদান

এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীর জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দান করবে। প্রতিবেশী যাতে সব সময় নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারে, কোনরূপ কষ্ট না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ প্রসংগে মহানবী (স) ঘোষণা করেন-

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَايَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

"যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার অন্যায় আচরণ ও অত্যাচার হতে নিরাপদ থাকে না, সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না।" (মুসলিম)

মহানবী (স) তিনবার শপথ করে ঘোষণা দেন :

"যে ব্যক্তির অত্যাচার হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না সে মু'মিন নয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

ঘ. বিপদে-আপদে এগিয়ে আসা

প্রতিবেশীর বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে, অভাব-অনটনে খোঁজ-খবর নেয়া এবং যথাসম্ভব তার প্রতিবিধান করা ইসলামের নির্দেশ। মহানবী (স) ঘোষণা করেন-

"যে ব্যক্তি নিজে পেট পুরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী তারই পাশে অভূক্ত থাকে, সে ব্যক্তি মু'মিন নয়।"

মহানবী (স) আরো বলেন :

"যেলোক পেট ভরে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে রাত্রি যাপন করল এবং জানলো যে, তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় রয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমান আনেনি।" (বাযযার)

অর্থাৎ, একই বসতির পাশাপাশি অবস্থানকারী দু'জন লোকের একজন ক্ষুধায় কাতর হয়ে রাত্রি যাপন করবে আর অপরজন পেট ভরে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে রাত্রি যাপন করবে, তা ঈমানদার লোকদের কাজ হতে পারে না।

ঙ. প্রতিবেশীর প্রতি সামগ্রিক দায়িত্ব

প্রতিবেশীদের পারস্পরিক কী কী হক বা দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে তার ব্যাখ্যাও নবী করীম (স) দিয়েছেন বিভিন্ন হাদীসে। একটি হাদীসে তিনি বলেছেন-"প্রতিবেশী তার 'শুফ্'আ' পাওয়ার অধিকারী।"

'শুফ্'আ' হলো কেউ যদি তার জমি-খেত বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত করে, তা হলে তা ক্রয় করার ব্যাপারে তার প্রতিবেশীই তুলনামূলকভাবে বেশী অধিকারসম্পন্ন। কেননা, সে জমি কোন দূরবর্তী লোক ক্রয় করলে নিকট প্রতিবেশীর জন্য তা অনেক কষ্টের কারণ হতে পারে। অপর এক হাদীসে প্রতিবেশীর প্রতি সামগ্রিক কর্তব্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে নবী করীম (স) বলেন -

"প্রতিবেশীর হক হল, সে যদি রোগাক্রান্ত হয় তাহলে তুমি তার সেবাযত্ন করবে, সে মরে গেলে তার লাশের সঙ্গে কবরস্থান পর্যন্ত যাবে, কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করবে। সে যদি অর্থাভাবে পড়ে, তাহলে তুমি তাকে ঋণ দেবে। সে যদি নগ্নতা উলংগতায় পড়ে, তাহলে তুমি তার লজ্জা আবৃত করবে। তার যদি কোন কল্যাণ হয় তাহলে তুমি তাকে মুবারকবাদ দেবে। সে যদি কোন বিপদে পতিত হয় তাহলে তুমি তার দুঃখের ভাগ নেবে, সহানুভূতি জানাবে। তোমার ঘর তার ঘর থেকে উঁচু বানিয়ে তাকে মুক্ত বায়ু থেকে বঞ্চিত করবে না। তোমার রান্নার পাত্রের বাতাস দিয়েও তাকে কষ্ট দেবে না। যদি তেমন অবস্থা হয়-ই তাহলে তাকে এক চামচ খাবার পাঠিয়ে দেবে।" (তিবরানী)

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন "কেউ যদি তরকারি রান্না করে তাহলে সে যেন ঝোল বেশি দেয় এবং প্রতিবেশীদের নিকট কিছু পাঠিয়ে দেয়।" (তিবরানী)

প্রয়োজনীয় ছোটখাট দ্রব্য-সামগ্রী বা কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করাও প্রতিবেশীর পারস্পরিক কর্তব্য। প্রয়োজনে প্রতিবেশীকে নিজের জায়গা ব্যবহারের সুযোগ দেয়া, প্রতিবেশীর বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানে সাধ্যমত সহযোগিতা করা, এমন কি প্রতিবেশীর পার্শ্ববর্তী কোন জায়গা জমি বিক্রি করতে হলেও জানানো দরকার। সে নিতে চাইলে অন্যকে না দেয়াই মুমিনের কর্তব্য।

এমন কি প্রতিবেশীকে প্রথমে সালাম দেয়া এবং খানাপিনায় শরীক করাও প্রতিবেশীর কর্তব্যের আওতাভুক্ত। নবী করীম (স) বলেছেন :

পরস্পর পরস্পরকে উপহার-উপঢৌকন দিয়ে পারস্পরিক হৃদ্যতা বাড়ানোর কথাও ইসলাম বলেছে। "মুসলিম মহিলারাও প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালনে বাধ্য। মহিলাদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে-

"হে মুসলিম নারী সমাজ! কোন মেয়ে প্রতিবেশী যেন অপর মেয়ে প্রতিবেশীকে হীন ও নগণ্য জ্ঞান না করে, যেন ঘৃণা না করে।" (বুখারী ও মুসলিম) কাজেই প্রতিবেশীকে কোনরূপ ঘৃণা করা ও হীন মনে করা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।

সার-সংক্ষেপ
কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিবেশীর প্রতি যে সকল অধিকার ও কর্তব্য বর্তায় তা হচ্ছে- ১. সালাম-কালাম করা ও কুশলাদি জানা। ২. কোন অবস্থাতেই প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া। ৩. প্রতিবেশীর সাথে কোন প্রকার অন্যায় ব্যবহার না করা। ৪. যথাসম্ভব সদয় ব্যবহার করা। ৫. সাধ্যমত প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করা। ৬. ধার চাইলে দেয়া। ৭. প্রয়োজনে গৃহস্থালীর ছোট-খাট জিনিস দেয়া। ৮. বিরক্ত না করা। ৯. আর্থিক অনটনে সাহায্য করা। ১০. রোগাক্রান্ত হলে দেখতে যাওয়া, সেবা-শুশ্রূষা করা। ১১. প্রতিবেশীর দোষ-ত্রুটি যথাসম্ভব গোপন রাখা এবং তা সংশোধনের চেষ্টা করা। ১২. তার শুভ সংবাদে খুশি হওয়া এবং মুবারকবাদ দেয়া। ১৩. দুঃখে-বিপদে সান্ত্বনা-সহানুভূতি প্রদর্শন করা। ১৪. প্রতিবেশীর আমানতের হিফাযত করা। ১৫. ফল, ফসল ও ভাল খাবার হলে সম্ভবমত দেয়া। ১৬. উচ্চস্বরে গান-বাজনা বা এ জাতীয় অন্য কোন কাজ করে তাকে উত্যক্ত না করা। ১৭. নালা-নর্দমায়, ময়লা, আবর্জনা ফেলে তাকে কষ্ট না দেয়া। ১৮. প্রতিবেশীর বাড়িতে অনুষ্ঠান-পর্বাদিতে উপহার-উপঢৌকন দেয়া। ১৯. তাদের সন্তানদেরকে স্নেহ করা। ২০. প্রতিবেশীকে দাওয়াত দেয়া এবং তাদের দাওয়াত গ্রহণ করা। ২১. প্রতিবেশীর সাথে সহাস্য বদনে কথাবার্তা বলাও একটি পুণ্যের কাজ। ২২. প্রতিবেশীর মৃত্যু হলে জানাযায় শরীক হওয়া। ২৩. প্রতিবেশীর মান-ইজ্জত ও জান-মালের হিফাযত করা। ২৪. প্রতিবেশীকে হীন না জানা এবং ঘৃণা না করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৫

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সঠিক উত্তরটি বেছে নিন।

১. আশপাশে চল্লিশ / আশি / একশত বাড়ি পর্যন্ত সকলেই প্রতিবেশী।
২. অধিকার হিসেবে প্রতিবেশীকে মহানবী (স) তিন / চার / পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।
৩. যারা অমুসলিম প্রতিবেশী তাদের পাঁচটি / চারটি / দুইটি / একটি হক আছে।
৪. আত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশীর হক হচ্ছে দুইটি / তিনটি / একটি।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. প্রতিবেশীর পরিচয় দিন?
২. প্রতিবেশীর শ্রেণী বিভাগ করুন।
৩. প্রতিবেশীর অধিকার ও কর্তব্যগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।
৪. প্রতিবেশীর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা বিশ্লেষণ করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৫

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন:

১. ইসলামী সমাজের পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
২. ইসলামী সমাজ করা ব্যবস্থায় জীবনের নিরাপত্তা বিধানে গৃহীত নীতিমালা বিশ্লেষণ করুন।
৩. সম্পদের নিরাপত্তায় ইসলামী সমাজে গৃহীত বিধান বর্ণনা করুন।
৪. আত্মীয়-স্বজন কারা? ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা দিয়েছে তা বর্ণনা করুন।
৫. প্রতিবেশী কারা? ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পাড়া-প্রতিবেশীর অধিকার ও কর্তব্য নিরূপণ করুন।